মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার পরিবারকে অবমাননাকর মন্তব্য করায় প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা।

শুক্রবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন।

এছাড়াও এসময় জেলা ইমাম সমিতির প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওহাব, ইদ্রিস আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নবীকে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নওপাড়া গ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার বিচার ও ভারতীয় সকল পণ্য বর্জনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয় ভাটপাড়া ও নওপাড়া গ্রামবাসী।

শুক্রবার দুপুরে জুম্মাার নামাজের পর ভাটপাড়া ফূটবল মাঠ থেকে

একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম জাহিদ আল হাবিবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ধলা জামে মসজিদের ইমাম মোঃ কারউল ইসলাম,ষোলমারি জামে মসজিদের ইমাম হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী, ভিটাপাড়া জামে মসজিদের ইমামম ফিরোজ আহাম্মেদ প্রমুখ।

বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার প্রতিকৃতিতে জুতা স্যান্ডেল নিক্ষেপসহ বিচার দাবী করা হয় এবং ভারতীয় পন্য বর্জনের ঘোষনা দেন বিক্ষোভকারীরা। সেই সাথে সরকারি ভাবে প্রতিবাদের দাবী জানানো হয়।

কোর্ট মসজিদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করায় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত করেছে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে কোর্ট মসজিদ মার্কেটের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এ বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, সহ সভাপতি মোমিন, সদস্য রাশেদ,মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক শহরের কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া, নির্যাতন চালানো ও ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং সাংবাদিকগণের মাধ্যমে

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনে গত বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের অপসারণের দাবি ও মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঘোষিত কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত করেন তারা। এছাড়াও ১১ জুন শনিবার সকাল ১১ টায় ২৫ মিনিট কালো পতাকাসহ দোকান বন্ধ রাখা, ১২ জুন রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় কাফনের কাপড়সহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১২ জুন তারিখের সমাধান না হলে ১৩ জুন থেকে আমরণ অনশনসহ হরতালের ডাক দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন। এতে প্রায় ২৫-৩০ জন ব্যবসায়ীর পথে বসার উপক্রম হয়েছে।

মেহেরপুরের শিবপুরে সংঘর্ষে দুইজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কবরস্থানের জায়গা জবরদখল থেকে মুক্ত করা নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে দুই জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন একই গ্রামের নইমুদ্দিনের ছেলে মসলেম (৫৫) ও গজলুর ছেলে সুজন (২২)। শুক্রবার দুপুরে শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শিবপুর কবরস্থানের ৬ কাঠা জায়গা বজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। এবিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর সাথে বজলুর রহমানের ঝামেলা চলে আসছে। সম্প্রতি কবরস্থানের উন্নয়নে একটি বরাদ্দ আসে। আজ বাদ জুম্মা বিষয়টি নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা হবার কথা।

আলোচনার শুরুতেই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এলাকাবাসী বজলুর রহমানের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং গ্রামের লোকজন গোরস্থানের সামনে সমবেত হতে শুরু করলে বজলুর নেতৃত্বে, গাজলু, হাসেম ও সুজন গ্রামবাসীর উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় সেখানে সংঘর্ষ বেধে যায়। এসময় ইটের আঘাতে মসলেম রক্তাক্ত জখম হয় ও সুজন আহত হয়। এসময় গোরস্থানের সামনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনীতে ১০ কেজি গাঁজাসহ কিশোর আটক

গাংনী থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজাসহ নাইম ইসলাম (১৯) নামের এক কিশোরকে আটক করেছে।

আটক নাইম ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মশাউড়া গ্রামের বাবর আলী ছেলে।

আজ শুক্রবার (১০ জুন) ভোর সাড়ে ৫ টার সময় গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের নাটনাপাড়া ঘাট এলাকা থেকে তাকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আশরাফ সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান চালান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মাদকের একটি বড় চালান সীমান্ত পেরিয়ে নাটনাপাড়া ঘাট হয়ে আসছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টীম সেখানে অবস্থান নেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে নাইম ইসলামকে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা

দায়ের করা হয়েছে। আটক নাইম ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে ৬২ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

র্যাপিড এ্যকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম অভিযান চালিয়ে ৬২ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী নিহাজ মন্ডল
(৫০) কে আটক করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুন) বিকালে গাংনী উপজেলার লক্ষীনারায়নপুর গ্রামে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক নিহাজ মন্ডল গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাসমহল গ্রামের কাদের মন্ডেল ছেলে। এসময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও দুটি সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি তারেক আল বান্নার নেতৃৃত্বে এ অভিযান চালান র্যাবের আভিযানিক দলটি।

র্যাব-৬, সিপিসি-২, গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার তারেক আল বান্না বলেন, গোপন সংবাদের মাধ্যমে খবর আসে গাংনী উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম এলাকায় মাদক কারবারীরা নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাবের দলটি অভিযান চালায়।

জব্দকৃত আলামত ও গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এঘটনায় গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ দেবর-ভাবি গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ দেবর শামীম খা(৪০) ও ভাবী শাহানাজ বেগম (৪৬) কে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) । গ্রেফতারকৃত শামীম খাঁ মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ও শাহানাজ বেগম রায়হান খাঁ’র স্ত্রী।
আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুন) সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় ডিবি পুলিশের দলটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন। এসময় শামীম খাঁ’র কাছ থেকে ৩ গ্রাম ও শাহানাজ বেগমের কাছ থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু’র নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার, এএসআই মাহাতাব উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।
ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু জানান, আটকরা যৌথভাবে হেরোইন ব্যবসা চালাচ্ছে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে একযোগে তাদের বাড়িতে এক সাথে অভিযান চালানো হয়।
তিনি আরও জানান, শামীম খাঁ’র বিরুদ্ধে আরও ৫ টি মাদক মামলা বিচারাধীন আছে। এছাড়া শাহানাজ বেগমের স্বামী রায়হান খাঁ মাদক আইনের মামলায় জেল হাজতে রয়েছেন। স্বামী জেলে থাকলেও স্ত্রী শাহানাজ বেগম দেবর শামীম খাঁর সাথে হেরোইন সহ অন্যান্য মাদকের ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ ও সাবেক ছাত্র নেতাদের নৌকা

সমর্থনে গণসংযোগ

মেহেরপুরে ব্যাপক গণসংযোগ চালালেন ছাত্রলীগ ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। মেহেরপুর পৌরসভার দলীয় মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের পক্ষে গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ ও ভোটারদের কাছে ভোট চাইলেন জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক কোট, হোটেল বাজার ও বড়বাজার এলাকায় বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ গণসংযোগ চালান তারা।

মেহেরপুর জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাফওয়ান আহমেদ রূপক, বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি দুলাল মাহমুদ, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকারনাইন বায়োজিদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ব্যাপক গণসংযোগ চালান।

এসময় তারা নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং লিফলেট বিতরণ করেন।

গাংনীতে ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালশাদহ গ্রামে অভিযান চালিয়ে আকমল সুপার ব্রিকস নামের একটি ইটভাটাতে অভিযান চালিয়ে ভাটার ম্যানেজারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী অফিসার ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুন) দুপুরের দিকে পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের আকমল সুপার ব্রিকস নামের ওই ইটভাটার ম্যানেজার জয়নাল আবেদীনকে এ জরিমানা করেন তিনি।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী অফিসার ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম বলেন, ইটভাটা প্রস্তুত ও ভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর ১৫ এর ১(ক) ধারায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় তাকে এ জরিমানা করেন তিনি।

কৃষি জমি রক্ষার্থে ও বিভিন্ন সড়কে মাটি ফেলে যারা গণ উপদ্রব সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধেই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে। জনগণের ভোগান্তি লাঘবে উপজেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবেবলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা ও কিং ব্র্যাণ্ড সিমেন্টের হালখাতা

মেহেরপুরে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের ‘বসুন্ধরা সিমেন্ট’ ও ‘কিং ব্র্যাণ্ড সিমেন্টে’র হালখাতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় মেহেরপুর বড় বাজারে অনুষ্ঠিত হালখাতা অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কিং ব্র্যাণ্ড সিমেন্টের ডিলার মো: গোলাম মুর্শিদ চন্দনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের জিএম আব্দুল লতিফ।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন শিল্পায়নে ভাল অবস্থানে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়ীদের থাকাতে হবে। তিনি বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের সকল পণ্যই মানসম্মত ভাবে তৈরী হয়ে থাকে।

তাই কোম্পানীর সাথে থেকে ব্যবসা করার আহবান জানাচ্ছি। গ্রাহকদের কাছে সততা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে মন জয় করতে হবে ব্যবসায়ীদের। বসুন্ধরা গ্রুপের প্রতিটি পণ্য বাজারের সেরা। তিনি সকল খুচরা ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, দায়ীত্ববোধের যায়গা থেকেই ভাল জিনিস বিক্রি করবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা গ্রুপ, সিমেন্ট সেক্টরের ডিজিএম পলাশ আক্তার, কিং ব্যান্ড সিমেন্ট সেক্টরের এজিএম, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, বসুন্ধরা গ্রুপ সিমেন্ট সেক্টরের এ.এস.এম মোঃ মামুন শিকদার, কিং ব্যান্ড সিমেন্ট সেক্টরের এরিয়া ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম শোভন, বসুন্ধরা সিমেন্ট সেক্টরের টিএসএম মাসুদ ছালা উদ্দীন।

বসুন্ধরা সিমেন্টের ডি.এস.আই মোঃ জাফরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেসার্স জিএন এন্টারপ্রাইজের স্বতাধিকারী মো: গোলাম শহিদ। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকার ৮০ জন রিটেইলার ও প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিগত বছরগুলোতে ভাল ব্যবসা করায় এলাকার ৭ জন শ্রেষ্ট বিক্রেতাকে উপহার ও অন্যান্যদের সাধারণ উপহার প্রদান করা হয়।

এদের মধ্যে বিগত বছরে সর্ব্বোচ্চ ব্যবসা করার জন্য মুজিবনগর এন্টারপ্রাইজকে, মেসার্স রাজ এন্টারপ্রাইজ, তৌফিক এন্টারপ্রাইজ, ইয়ারুল ট্রেডার্স, খোকা ট্রেডার্স ও বিশ্বাস হার্ডওয়ারকে টেলিভিশন, ফ্রীজসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। এছাড়া বাকী ব্যবসায়ীদের অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।